Islami Ain O Bichar
Vol. 18, Issue: 69 & 70
January-March, April-June 2022

মিথ্যার স্বরূপ ও বিধান : প্রচলিত ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি পর্যালোচনা

Nature and Punishment of Lying: An Analysis in the Light of Islamic and Conventional Law

Muhammad Shahidul Islam*
Tawhida Khatun**

Abstract

Lying is the root of all sins. The evil of lying is comparatively greater than that of all the offences committed in the world. People lie about the smallest things in their daily life. It is a great sin to lie about keeping a promise made to someone, testifying about something, keeping a matter secret. The spread of falsehood in family, social and state life today needs to be eradicated as soon as possible. There is no alternative to religious teachings in this regard and family, society and state life can be saved from being demolished through the proper observance of religious dictates. This article sheds light on the consequences of lying, its punishment, role of law and Islamic injunctions to prevent lying in different spheres of the society. Moreover, the author did not forget to portray the picture of contemporary society engulfed in lying. Most importantly, the author demonstrates that adherence to the commandments of Allah (SWT) as enunciated in the Qur'an and traditions of the Prophet (PBUH) can play a pivotal role in eradicating lying in different spheres of the society and state. This write-up has employed descriptive, analytical and comparative research methodologies.

Keyword: Punishment, Provision, Islam, Lying, Kuf'r, and Conventional Law.

সারসংক্ষেপ

মিথ্যাই সকল পাপের মূল। পৃথিবীতে সংঘটিত যতো অপরাধ আছে তার অকল্যাণের চেয়ে মিথ্যার অকল্যাণটা তুলনামূলক অধিক। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে খুব ছোটো ছোটো বিষয়েও মিথ্যা বলে থাকে। সাধারণত কারো সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা, কোনো ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া, কোনো গোপন বিষয়ের আমানত রক্ষার বিষয়ে মিথ্যা সংঘটিত হলে তা মারাত্মক গুনাহ। বর্তমানে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেভাবে মিথ্যার প্রসার ঘটছে তা অতি শীঘ্রই নির্মূল হওয়া প্রয়োজন। আর এ জন্য ধর্মীয় অনুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। এতে করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে রেহাই পাবে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়াহ এবং প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারার ভিত্তিতে আমাদের বর্তমান সমাজের বেশ কিছু চিত্রের সাথে মিলিয়ে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার পরিণাম, শাস্তি ও বিধান, মিথ্যাচার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ধর্মীয় অনুশাসন পরিপালন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে মিথ্যা পরিহার করার জন্য ধর্মীয় অনুসরণ অন্যতম কার্যকর উপায় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ: শাস্তি, বিধান, ইসলাম, মিথ্যা, কুফর, প্রচলিত আইন।

* Dr. Muhammad Shahidul Islam is a Assistatnt Professor, Dept. of Islamic Studies, Uttara University, Dhaka, Bangladesh. Email: shahidulmuhammad@gmail.com

** Tawhida Khatun is an M.A Studient, Dept. of Islamic Studies, Uttara University, Dhaka. Email : tawhidaislam777@gmail.com

মিথ্যার সংজ্ঞা

মিথ্যা শব্দের আভিধানিক অর্থ অসত্য (মিথ্যা কথা); ২ অযথার্থ, অমূলক, কল্পিত (মিথ্যা কাহিনী)। (Chowdhuri, 2017, 1114) মিথ্যা অর্থ হল : প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতা অস্বীকার করা। তাছাড়া সত্য ঘটনাকে বিকৃত করে বলাকেও মিথ্যা বলে। (Mas ūd 2003, 732)

আরবিতে মিথ্যাকে 'কিয্ব' বলে। মিথ্যা সত্যের বিপরীত। প্রকৃত ঘটনা গোপন করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাকে কাযিব বা মিথ্যাবাদী বলা হয়। (Ibn Manẓūr, W.D., 704)

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবন হাজার আল-আসকালানী রহ. বলেন :

هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدًا أم خطئًا.

মিথ্যা হলো কোনো বিষয়ে এমন তথ্য বা খবর দেয়া, যা বাস্তবতার বিপরীত, চাই সেটা সজ্ঞানে হোক বা ভুলবশত হোক। (Ibn Ḥajar 1379 H, 1/ 201)

মিথ্যার শরঈ দৃষ্টিকোণ

মিথ্যা বলা একটি পাপাচার কর্ম। মিথ্যার দ্বারা মানুষের অন্তর কালিমাযুক্ত হয়। মিথ্যা থেকেই অধিকাংশ পাপের সৃষ্টি; এজন্য মিথ্যার মাধ্যমে মানুষ বেশি পাপ করে থাকে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী-

﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾

... সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে। (Al-Qur'ān, 22 : 30)

এ ছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের যে পরিচয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো মিথ্যা না বলা; আর যখনই এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তখন তার পাশ কাটিয়ে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.﴾

এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সঙ্গে তা পরিহার করে চলে (Al-Qur'ān, 25 : 72)।

আলোচ্য আয়াতের زور শব্দ দ্বারা কয়েকটি বিষয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন : মিথ্যা সাক্ষ্য, কুফর, শিরক, গান-বাজনা এবং অন্যান্য জাহেলী কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। (Ṭabarī, 2000, Vol-19, P. 313-315)

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন -:

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.﴾

আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না (Al-Qur'ān, 40 : 28)।

মিথ্যা সকল পাপের মূল। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে তার দ্বারা যে কোনো অন্যায় কাজ করা সম্ভব হয়ে যায়। মিথ্যা মানুষকে পাপের পথে অগ্রসর করে, আর পাপের কারণে কিয়ামতের দিন মিথ্যাবাদীকে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সততা নেক কর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে আর নেককর্ম জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে, অবশেষে আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর পাপ নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যার উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয় (Muslim, 2010, 6805)।

এছাড়া মিথ্যা বলা মুনাফিকীর আলামত হিসেবে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে, সে মুনাফিক অথবা যার মাঝে এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকে, তার মধ্যেও মুনাফিকির একটি স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, যখন

চুক্তি করে তা লঙ্ঘন করে এবং যখন ঝগড়া করে অশ্লীল বাক্যালাপ করে (Al Bukhārī, 1987, 2327)।

ইসলামী শরীয়াতে মিথ্যা একটি ঘৃণিত অপরাধ। কেউ মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাত দান করবেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবু উমামা বাহেলী রা.বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘর নিয়ে দেয়ার জন্য জিম্মাদার, যে হক হলেও তর্ক পরিহার করে। আর একটি ঘর জান্নাতের মাঝামাঝিতে নিয়ে দেয়ার জন্য জিম্মাদার, যে মিথ্যা পরিহার করে, এমনকি হাস্যচ্ছলেও এবং আরও একটি ঘর জান্নাতের সর্বোচ্চে নিয়ে দেয়ার জন্য জিম্মাদার, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে (Abū Dāwūd, W.D., 4802)।

মিথ্যা মানুষকে শান্তির বদলে অশান্তিতে নিমজ্জিত করে, এর দ্বারা মানব মনের প্রশান্তি দূরে চলে যায়, মানুষ দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, হাসান ইবনু আলী রা.বলেন, আমি রাসূল ﷺ থেকে অবগত হয়েছি, তিনি বলেছেন,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ.

তুমি সন্দেহযুক্ত কথা ও কর্ম ছেড়ে যাতে সন্দেহ নেই সে দিকে ফিরে যাও। নিশ্চয়ই সততা প্রশান্তির নাম এবং মিথ্যা সন্দেহ ও অশান্তির নাম (Tirmīdhī, W.D., 2518)।

মিথ্যা মানুষকে শুধু ধ্বংস করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় না বরং তার ঈমানেরও ক্ষতি করে থাকে। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর ছিদ্দীক রা. বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلإِيمَانِ.

তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই মিথ্যা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে (Baihaqi, 1994, 20615)।

মিথ্যা একটি ভয়ঙ্কর কবীরা গুনাহ। এর দ্বারা মানুষের সকল আমল নষ্ট হয়ে যায়। আর আমল নষ্ট হওয়ার জন্য কিয়ামতে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

এ হাদীসে রাসূল ﷺ সত্যকে অবলম্বন করার এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকার তাকীদ করেছেন। এজন্য সত্য বলা ফরয, মিথ্যা বলা হারাম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

إياكم والكذب فإنه مجانب الإيمان.

তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাক, কারণ মিথ্যা ঈমানের পরিপন্থী (Ibn Abī Shaiba, W.D., 26115)।

এছাড়া মিথ্যাবাদিতা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন মিথ্যা বলাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾.

তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলত, মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল (Al-Qur'ān, 2 : 10)।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যে ইসলামী শরীয়তে মিথ্যা বলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মিথ্যাই সকল পাপের মূল, যার জন্য মানুষ বেশি বেশি পাপ কাজ করে থাকে। তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মিথ্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহও মিথ্যা পরিহার করে সত্যবাদিতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মিথ্যার ধরণ, বিধান ও শাস্তি বিশ্লেষণ

মিথ্যা একটি সামাজিক সমস্যা। এর মাধ্যমে মানুষ নানাবিধ অন্যায় কাজ করে থাকে। আর এ মিথ্যা হলো সকল পাপের মূল। আমাদের সমাজে মিথ্যার বিষয়টি নানা উপায়ে ও ধরনে প্রয়োগ হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য : ইসলামী শরীয়তে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করাকে শিরকের সমান অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, খুরাইম ইবনু ফাতিক রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ : عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করার সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "তোমরা মিথ্যা বলা পরিহার কর (সূরা আল-হাজ্জ-৩০), (Tirmīdhī, W.D., 2300)।

মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না; তারই ফলশ্রুতিতে ইসলামী শরীয়তে মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ وَلاَ ذِى غِمْرٍ لأَخِيهِ وَلاَ مُجَرَّبٍ شَهَادَةٍ وَلاَ الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ وَلاَ ظَنِينٍ فِى وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ.

খিয়ানতকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, যিনার অপবাদ আরোপের কারণে শাস্তি ভোগকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, বিপক্ষের প্রতি বৈরিতা পোষণকারীর সাক্ষ্য, মিথ্যাবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্য, কোনো পরিবারের পক্ষে তাদের অধীনস্ত লোকদের সাক্ষ্য, ঘনিষ্ঠ বা বন্ধুর সাক্ষ্য ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (Tirmīdhī, W.D., 2298)।

২. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রত্যাহারের বিধান: ইসলাম মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীকে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের সুযোগ প্রদান করেছে। সাক্ষ্য প্রত্যাহারকালীন সাক্ষীকে বলতে হবে : "আমি ইতঃপূর্বে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছি তা মিথ্যা ছিলো অথবা আমি মিথ্যা বলেছি।" আদালতের সামনে এমন স্বীকারোক্তি দেয়াকে সাক্ষ্য প্রত্যাহার বলে। সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত রায় প্রদানের পূর্বে তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে তাদেরকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কারণ, রায় প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত বিবাদীর উপর কোনো প্রকার দায় বর্তায় না। অবশ্য এক্ষেত্রেও আদালত বিবেচনা করে সাক্ষীগণকে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের হুকুম দিতে পারেন (Al-Kasani, 2003, Vol-6, P. 282)।

৩. ব্যবসার ক্ষেত্রে মিথ্যার পরিণাম ও শাস্তি: নবী ﷺ ব্যবসায়ীদের কসম করতে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরাইয়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-:

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

মিথ্যা কসম পণ্য চালু করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত উঠিয়ে নেয় (Al Bukhārī, 1987, 1981)।

এ ছাড়া হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হাকীম ইবনু হিযাম রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন আরেকজন থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে তাতে বরকত থাকবে না (Muslim, 2010, 3937)।

অপর এক হাদীসে ব্যবসায়ীদেরকে মিথ্যাচারের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। ওয়াছিলাহ ইবন আসকা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان رسول الله عليه وسلم يخرج إلينا, وكنا تجارا وكان يقول:يا معشر التجار إياكم والكذب.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী, তিনি বলছিলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিথ্যাকে ভয় কর (Ṭabrānī 1983, 132)।

এ হাদীসগুলোর আলোকে বলা যায় যে, মিথ্যা কথা বলে ও পণ্যের দোষগুণ গোপন করে যদি কোনো ব্যবসায়ী কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে তাহলে এর দ্বারা মানুষের সাথে ধোঁকা ও প্রতারণা করার মতো গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই তার সেই সম্পদ থেকে মহান আল্লাহ সকল প্রকার বরকত উঠিয়ে নেন।

বর্তমান সময়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে আর এক ধরণের মারাত্মক প্রতারণা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় আর তাহলো পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা। ইসলামে বিক্রয়ের

ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা বা প্রকাশ না করা মারাত্মক অপরাধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়েও এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন-

إن رسول الله صلى الله عليه وسلعم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال, ما هذا يا صاحب الطعام. قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غش فليس منى.

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একস্তুপ খাদ্যের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। হঠাৎ তিনি হাতটি খাদ্যের স্তুপের মাঝে প্রবেশ করালেন এবং ভেজা বা আর্দ্রতা অনুভব করলেন (অথচ খাদ্যের স্তুপটি ওপর থেকে শুষ্ক দেখাচ্ছিল)। অতঃপর বললেন, হে খাদ্যের মালিক, এমনটি কেন? মালিক বললো: বৃষ্টির পানিতে এমন হয়েছে (আসলে ব্যাপারটি এমন ছিল না, মালিক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয় (Muslim 2010, 295)।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত হলে তার শাস্তি ৩৯টি বেত্রাঘাত। আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে ৭৯টি বেত্রাঘাত। কেউ কেউ বলেছেন, ৭৫টি বেত্রাঘাত। আবার কারো মতে, সর্বনিম্ন ৩টি। আবার কেউ বলেছেন বিচারকের এখতিয়ার। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে, ২০ টির অধিক নয়। আহমদ ইব্ন হাম্বল রহ.-এর মতে, ১০ টির অধিক নয়। ইমাম মালিক রহ.-এর মতে, এটি বিচারকের ইচ্ছাধীন। বিচারক তার অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে শাস্তি নির্ধারণ করবেন (Al Humām 1988, 4/214)।

৪. মিথ্যা শপথ করে অন্যের হক আত্মসাৎ করার শাস্তি: মিথ্যা বলা ও মিথ্যা শপথ করা উভয়ই কবীরা গুনাহ। সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি যদি কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহলে তার ব্যাপারে হাদীসে কঠিন শাস্তির হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। আর কেউ যদি মিথ্যা শপথ করে অন্য কারো সম্পদ বা হক আত্মসাৎ করে তাহলে এটি আরো জঘন্য অপরাধ। তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ উমামা আল-হারিসী রা. বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি :

لاَ يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا. قَالَ : وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ.

কোনো ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হক মিথ্যা শপথ করে আত্মসাৎ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তা যদি সামান্য জিনিসও হয়? তিনি বললেন : তা পিলু গাছের একটি মিসওয়াকের সমান হলেও (Ibn Mājāh, W.D, 2324)।

শয়তান মানুষদেরকে সর্বদাই মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার জন্য উৎসাহিত করে থাকে। মূলত সে মানুষদেরকে এই উৎসাহের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যেতে

চায়। এ কারণে সে বিভিন্ন সময়ই মিথ্যা বাসনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে প্ররোচিত করে থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.﴾

সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে; আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র (Al-Qur'ān, 4 : 120)।

৫. ঘুরিয়ে মিথ্যা বলাও অপরাধ: সমাজের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন কারো সামনে কোনো কথা উপস্থাপন করা হয় তখন তার নিজের অপরাধ গোপন করার জন্য সরাসরি মিথ্যা না বলে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে; এটিও এক ধরনের মিথ্যা। ইসলামী শরীয়াতে এটি এক ধরনের অপরাধ। এ জাতীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন আমির রা. বলেন :

دَعَتْنِى أُمِّى يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِى بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ.قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ.

একদিন আমার মা আমাকে ডাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে ছিলেন। মা আমাকে ডেকে বললেন : এসো, তোমাকে কিছু দিবো। অতপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি তাকে কিছু দিতে চেয়েছে? মা বললেন : তাকে খেজুর দিবো। তিনি বললেন : হ্যাঁ, যদি তুমি তাকে এ সময় কিছু না দিতে, তাহলে এই মিথ্যাটিও তোমার আমলনামায় লেখা হতো (Abū Dāwūd, W.D, 4993)।

৬. যাচাই ছাড়া কোনো খবর প্রচার করাও মিথ্যার নামান্তর: কেউ কোন খবর বললে তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে গ্রহণ করার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ﴾.

হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও (Al-Qur'ān, 49 : 6)।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দেয়া ও গ্রহণের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পাপাচার তথা ফাসিকের বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সত্যতা যাচাই করে নেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে একদল আলিম অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ না করার মত পেশ করেছেন। কারণ এমন ব্যক্তি ফাসিকও হতে পারে। অন্য এক দল আলিম এ মতের বিরোধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্য হলো : আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ফাসিকের বার্তা যাচাই করতে আদেশ করেছেন। আর অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফাসিক হওয়া প্রমাণিত নয় (Ṭabarī 2000, 26/ 77)।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, হাফস ইবন আসিম রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ব্যক্তির মিথ্যার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে (Muslim, 2010, 7)।

৭. ধারণাপ্রসূত মিথ্যা বলাও অপরাধঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধারণা করে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কারণ অনেক সময় এই ধারণার দ্বারা পাপ হতে পারে। আর সে ধারণা যদি মিথ্যা হয় তাহলে তো তা আরো গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধ কারো দ্বারা সংঘটিত হলে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহর দরবারে খালিস নিয়তে তাওবা করতে হবে এবং যার ব্যাপারে মিথ্যা ধারণা করবে তার কাছে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে তার কাছেও ক্ষমা চাইবে, এটাই ইসলামী শরীয়াতের বিধান। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, যায়দ ইব্নু আরকাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ يَقُولُ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا . الأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَمِّي مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَقَتَكَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ.

এক যুদ্ধে আমি শরীক হয়েছিলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাইকে বলতে শুনলাম, আল্লাহ্র রসূলের সঙ্গীদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা তাঁর থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল, আমরা মদীনায় ফিরলে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে অবশ্যই বের করে দিবে। এ কথা আমি আমার চাচা কিংবা 'উমার রা.-এর কাছে বলে দিলাম। তিনি তা নবী ﷺ-এর কাছে জানালেন। ফলে তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁকে বিস্তারিত এসব কথা বলে দিলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনু উবাই এবং তার সাথী-সঙ্গীদের কাছে খবর পাঠালেন, তারা সকলেই কসম করে বলল, এমন কথা তারা বলেননি। ফলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কথাকে মিথ্যা ও তার কথাকে সত্য বলে মেনে নিলেন। এতে আমি এমন মনে কষ্ট পেলাম, যেরূপ কষ্ট আর কখনও পাইনি। আমি (মনের দুঃখে) ঘরে বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে মিথ্যাচারী মনে করেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে তুমি কী করে মনে করলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, "যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে।" এরপর নবী ﷺ আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং এ সূরা পাঠ করলেন। এরপর বললেন, হে যায়দ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন (Al Bukhārī, 1987, 4617)।

৮. মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করার শাস্তিঃ ইসলামে স্বপ্ন দেখার বিষয়টি প্রমাণিত এবং স্বপ্ন মুমিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বহন করে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি নিজে কোনো স্বপ্ন না দেখে নিজ থেকে বানিয়ে কোনো স্বপ্ন কারো কাছে বলে তার জন্য কিয়ামতের দিন আযাবের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ .

যে লোক এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল, যা সে দেখেনি তাকে দু'টি যবের দানায় গিট দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে তা কখনও পারবে না (Al Bukhārī, 1987, 4618)।

৯. মিথ্যাশ্রিত হাদীস বর্ণনার শাস্তিঃ মিথ্যা বলা হারাম ও কবীরা গুনাহ হলেও রাসুলের নামে বানিয়ে মিথ্যা বলা সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে একটি। এর শাস্তি ভয়াবহ জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে (Al Bukhārī, 1987, 116)।

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যুবাইর ইবনুল আউয়াম রা.বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম (Al Bukhārī 1987, 107)।

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় জানা যায়, সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আমি যা বলিনি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম (Al Bukhārī 1987, 108)।

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতকে তাঁর নামে মিথ্যা বলার বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং প্রায় ১০০ জন সাহাবী এ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর কোনো হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি। (Al-Nawawī 1392, 18/130)

১০. অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার বিধানঃ মিথ্যা বলা মহা পাপ। এটি সর্বজন বিদিত। তবে এখানে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা আর অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলার গুনাহ সমান নয়। কেউ যদি বাধ্য হয়ে কোনো প্রকার মিথ্যা কথা বলে তাহলে তার জন্য মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না। এ ক্ষেত্রে আলিমদের ইজমা রয়েছে ।

১১. মিথ্যা বলার অবকাশ: সত্য বলে নিজ উদ্দেশ্য হাসিল করা ও ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা বলার কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই বরং মিথ্যা বলা হারাম ও জঘন্যতম গর্হিত কাজ। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ের অপারগ হলে মিথ্যা বলা জায়েয। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ তা ওয়াজিবও হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لاَ يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلاَّ فِى ثَلاَثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِى الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ.

তিন স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও মিথ্যা বলা জায়েয নয়, স্ত্রীর সাথে ভালবাসার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে; যুদ্ধের ময়দানে কাফিরের সাথে যুদ্ধ বিষয়ে; দু-ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে (Tirmīdhī W.D., 1939)।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন :

جوازُ كذب الإنسانِ على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمَّن ضرَر ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه.

একমাত্র মিথ্যার মাধ্যমে নিজের হক্ব (অধিকার রক্ষা) পর্যন্ত পৌঁছা নির্দিষ্ট হলে নিজের উপর বা অন্যর উপর মিথ্যা বলা জায়েয, যখন এতে অন্যের কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না (Al Jawzīya , 1994., Vol. 3, P. 350)।

এ সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. বলেন :

فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الكَذِبِ يَحْرُمُ الكَذِبُ فِيهِ ، وإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إِلاَّ بالكَذِبِ، جازَ الكَذِبُ. ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المَقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الكَذِبُ مُبَاحاً ، وإِنْ كَانَ وَاجِباً كان الكذب واجبا.

প্রত্যেক ঐ প্রশংসনীয় মাকসাদ (উদ্দেশ্য) যাতে মিথ্যা ব্যতীত পৌঁছা সম্ভব, সেখানে মিথ্যা বলা হারাম। কিন্তু যদি তাতে মিথ্যা ব্যতীত পৌঁছা সম্ভব না হয়, তাহলে মিথ্যা বলা জায়েয। যদি উক্ত মাকসাদ অর্জন করা মুবাহ হয় তাহলে মিথ্যা বলে উক্ত মাকসাদ অর্জন করা মুবাহ। আর যদি মাকসাদ অর্জন করা ওয়াজিব হয় তাহলে মিথ্যা বলে তা অর্জন করা ওয়াজিব। (Al-Nawawī 1994, 2 /296)।

১২. যিনার সংশ্লিষ্ট মিথ্যা অপবাদের বিধান: যে লোক কোন পুরুষ বা মেয়েলোককে যিনার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করবে, এ অভিযোগ রাষ্ট্রপ্রধান-তথা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের হবে, তাকে আশি দোররার শাস্তি দেয়া হবে। তবে অভিযোগকারী যদি তার অভিযোগের সমর্থনে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পেশ করতে পারে, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.﴾

আর সেব লোক সুরক্ষিত চরিত্রবান মেয়েলোকদের উপর যিনার অভিযোগ আনে পরে সে জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থাপিত করে না, তাদের আশিটি দোররা মার। তাদের সাক্ষ্য কখনই কবুল করবে না। ওরা ফাসিক। তবে যারা এই অপরাধ থেকে অতপর তওবা করবে ও নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ (তাদের জন্য) নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান (Al-Qur'ān, 24 : 4-5)।

অভিযোগকারী যদি স্বাধীন ও শরীয়াত পালনে আদিষ্ট হয় এবং অভিযোগটা হয় যিনা করার- এবং তা মিথ্যা হয় বা প্রমাণিত না হয়- তাহলে উপরোক্ত শাস্তি তাদের উপর কার্যকর করা একান্তই কর্তব্য। আর অভিযোগ যদি যিনা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে হয় (আর তা অপ্রমাণিত হয়) তাহলে তার উপর তাযীর ধার্য হবে।

ইমাম মালিক, আহ্মাদ ও শাফিঈ রহ. বলেন, অভিযোগকারী তাওবা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে এবং সে ফিস্ক হতেও মুক্ত হবে। সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যেব এবং সালফের একটি দলও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানিফা রহ. বলেন, অভিযোগকারী তাওবা করলে কেবল সে ফিস্ক হইতে মুক্ত হবে। কিন্তু এর পরও কখনও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কাজী ইব্রাহীম নাখঈ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মাকহুল,আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ, ইব্ন জাবির রহ. ও এ অভিমত পোষণ করেন। শা'বী ও যাহ্হাক রহ. বলেন, ব্যভিচারের অভিযোগকারী তাওবা করলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। অবশ্য সে যদি এটা স্বীকার করে যে, সে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করেছিলো এবং পরে তাওবাও করে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (Rāshid W.D. ,4/494)।

যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে যে পাঁচটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে তা হল নিম্নরূপ : (১) তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে; (২) বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন হতে হবে; (৩) মুসলমান হতে হবে; (৪) স্বাধীন হতে হবে ও (৫) সৎচরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অতএব, কোন শিশু, পাগল, অমুসলিম, দাস এবং চরিত্রহীন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেয়া হলে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না, তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে। আর অপবাদ দাতার মধ্যে যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে তা হল: (১) অপবাদ দাতাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে; (২) বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন হতে হবে এবং (৩) স্বাধীন হতে হবে। সুতরাং অপবাদ দাতা যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল হয়, তবে শরীয়াতের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না এবং দাস-দাসী হলে অর্ধেক শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তাই অমুসলিদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে এমনকি নারীকেও শাস্তি দেয়া হবে (Ibn Humām 1988, 4/208)।

এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস রা. বলেন : এ আয়াত 'আয়েশা রা. ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

তবে আয়াতটির হুকুম অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য (Ibn Kathīr, 1999, Vol. 6, P. 32)।

হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায়, আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বিরত থাক। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল : হে আল্লাহর রাসূল! সাতটি বিষয় কি কি? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু, আল্লাহ যাকে হত্যা করতে হারাম করেছেন তা ব্যতীত হত্যা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধ হতে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মু'মিন স্ত্রীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করা (Al Bukhārī, 1987, 256)।

১৪. উপহাস ছলে মিথ্যা বলাও অপরাধঃ ইসলামী শরীয়াতে মিথ্যা বলা বৈধ নয়। মিথ্যা বললে কবীরা গুনাহ হয়। অনেক রসিক ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে থাকেন। তাতে তার ইহলৌকিক অন্য কোন ফায়েদা নেই। অথচ সে অন্যকে ফূর্তি দেয়ার জন্যই এমন জঘন্য কাজ করে থাকে। তাই উপহাস ছলেও মিথ্যা বলা বৈধ নয়।

এ ছাড়া কাউকে হাসাবার উদ্দেশ্যেও কৌতুক করে মিথ্যা বলা বৈধ নয়। আর যে এমন জঘন্য কাজ করবে তার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন সতর্কবার্তা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন :

وَيْلٌ لِلَّذِيْن يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ.

সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যে লোককে হাসাবার উদেশ্যে মিথ্যা বলে। তাঁর জন্য সর্বনাশ, তাঁর জন্য সর্বনাশ (Tirmīdhī, W.D, 2315)।

মিথ্যা সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের ধারাসমূহ : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশের দণ্ডবিধি অনুযায়ী মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা মামলা প্রসঙ্গে এখানে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

মিথ্যা সাক্ষ্যদান : বাংলাদেশ দণ্ডবিধির **১৯১** ধারায় মিথ্যা সাক্ষ্যের যে-সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :

যদি কোনো ব্যক্তি সত্য কথনের জন্য হলফ করে বা আইনের প্রকাশ্য বিধানবলে আইনত বাধ্য হয়েও বা কোনো বিষয়ে কোনো ঘোষণা করার জন্য আইনবলে বাধ্য হয়েও এমন কোনো বিবৃতি দান করে যা মিথ্যা এবং যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা **১** : কোনো বিবৃতি মৌখিকভাবে বা প্রকারান্তরে, যেভাবেই দেওয়া হোক, এই ধারার তাৎপর্যাধীন হবে।

ব্যাখ্যা **২** : প্রত্যয়নকারী ব্যক্তির বিশ্বাস-সংক্রান্ত মিথ্যা বিবৃতি এই ধারার তাৎপর্যাধীন হবে এবং এ-মর্মে বিবৃতি দানকারী ব্যক্তি, যে বলে যে, সে এমন বস্তুতে বিশ্বাস করে যা সে বিশ্বাস করে না এবং এরূপ বিবৃতি দানকারী ব্যক্তি, যে বলে যে, সে এমন বিষয় জানে যা সে জানে না, মিথ্যা সাক্ষাদানের জন্য দোষী সাব্যস্ত হতে পারে।

উদাহরণ :

(ক) 'ঙ'-এর বিরুদ্ধে 'খ'-এর এক হাজার টাকার জন্য একটি ন্যায্য দাবির সমর্থনে এক বিচারে 'ক' মিথ্যাভাবে হলফ করে বলে যে, সে 'ঙ'কে 'খ'-এর দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করতে শুনেছে। 'ক' এখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

(খ) 'ক' সত্য কথনের জন্য কোনো হলফবলে বাধ্য হয়ে এই মর্মে বিবৃতি দান করে যে, সে কোনো একটি বিশেষ স্বাক্ষরকে 'ঙ'-এর হস্তলিপি বলে বিশ্বাস করে, যদিও সে তা 'ঙ'-এর হস্তলিপি বলে বিশ্বাস করে না। এই ক্ষেত্রে, 'ক' যে-বিষয় মিথ্যা বলে জানে সে-বিষয় সম্পর্কে বিবৃতি দান করে। অতএব, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

(গ) 'ক' 'ঙ'-এর হস্তলিপির সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি জেনে এই মর্মে বিবৃতি দান করে যে, সে কোনো একটি বিশেষ স্বাক্ষরকে 'ঙ'-এর হস্তলিপি বলে বিশ্বাস করে, 'ক' সরল বিশ্বাসে অনুরূপ বিশ্বাস করে। এই ক্ষেত্রে, 'ক'-এর বিবৃতি কেবল তার বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করছে এবং তা তার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য। অতএব, স্বাক্ষরটি যদি 'ঙ'-এর হস্তলিপি নাও হয়, তবুও 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়নি।

(ঘ) 'ক' সত্য কথনের জন্য কোনো হলফবলে বাধ্য হয়ে এই মর্মে বিবৃতি দান করে যে, সে জানে যে 'ঙ' কোনো এক বিশেষ দিনে কোনো বিশেষ জায়গায় উপস্থিত ছিল, যদিও সে ওই বিষয়ে কিছুই জানে না। 'ঙ' ওই দিনে ওই স্থানে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

(ঙ) 'ক' দোভাষী বা অনুবাদক হিসেবে কোনো নথির একটি বক্তব্যের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সত্য বলে ব্যক্ত করে বা প্রত্যয়ন করে, যার অনুবাদ বা ব্যাখ্যা বিশ্বস্তরূপে করার জন্য সে হলফবলে বাধ্য, অথচ ওই অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সত্য নয় বা তা সত্য বলে সে বিশ্বাস করে না। 'ক' এখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করা : বাংলাদেশ দণ্ডবিধির **১৯২** ধারায় মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করার যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ : যদি কোনো ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে কোনো নথিতে এমন কোনো ঘটনা উল্লেখ করে বা ঘটনার মিথ্যা বিবরণী লিপিবদ্ধ করে অথবা মিথ্যা বিবরণী লিপিবদ্ধকৃত বা সংবলিত কোনো দলিল প্রণয়ন করে যে, কোনো বিচারবিভাগী মামলায় বা কোনো সরকারি কর্মচারীর সম্মুখে অনুরূপ সরকারি কর্মচারীর পদমর্যাদায় পরিচালিত কোনো মামলায় বা কোনো মধ্যস্থতাকারীর সম্মুখে অনুরূপ ঘটনা, মিথ্যা লিপি বা মিথ্যা বিবরণী প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে, এবং অনুরূপভাবে উপস্থাপিত অনুরূপ ঘটনা, মিথ্যা লিপি বা মিথ্যা বিবরণী যে-ব্যক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে অনুরূপ মামলায় তাঁর মতামত গঠন করবেন সে-ব্যক্তিকে অনুরূপ

মামলার ফলাফলের ব্যাপারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করতে বাধ্য করতে পারে, সেই ব্যক্তি 'মিথ্যা সাক্ষা উদ্ভাবন করে' বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' 'ঙ'-এর বাক্সে এই অভিপ্রায়ে কিছু অলঙ্কার রাখে যে, ওই অলঙ্কার ওই বাক্সে পাওয়া যেতে পারে এবং এই ঘটনার জন্য 'ঙ' চুরির অপরাধে দণ্ডিত হতে পারে। 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করেছে।

(খ) 'ক' কোনো মিথ্যা বিবৃতিকে কোনো বিচারালয়ে সত্যের দৃঢ় সমর্থনকারী সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তার দোকানের খাতায় একটি মিথ্যা বিষয় লিখে রাখে। 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করেছে।

(গ) 'ক' 'ঙ'কে কোনো অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের জন্য দণ্ডিত করানোর অভিপ্রায়ে 'ঙ'-এর হস্তলিপির অনুকরণে এরূপ একখানা পত্র লেখে যা অনুরূপ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে সহায়তাকারীর বরাবরে লিখিত বলে অনুমিত হয় এবং তা এমন একটি স্থানে রাখে যে-স্থানে পুলিশ অফিসারগণের তল্লাশি চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে সে জানে। 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করেছে।

মিথ্যা সাক্ষ্যের শাস্তি : বাংলাদেশ দণ্ডবিধির **১৯৩** ধারায় মিথ্যা সাক্ষ্যের শাস্তির যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ : যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিচারবিভাগীয় মামলার কোনো পর্যায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা কোনো বিচারবিভাগীয় কোনো পর্যায়ে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করে, সে-ব্যক্তি যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে; এবং যে-ব্যক্তি অন্যকোনো মামলায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা উদ্ভাবন করে, সে-ব্যক্তি যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ব্যাখ্যা ১ : সামরিক বিচারালয়ের যেকোনো মামলা বিচারবিভাগীয় মামলা বলে পরিগণিত হবে।

ব্যাখ্যা ২ : কোনো বিচারালয়ের সম্মুখে কোনো মামলার ভূমিকা হিসেবে আইনবলে পরিচালিত যেকোনো তদন্ত বিচারবিভাগীয় মামলার একটি পর্যায় হিসেবে পরিগণিত হবে, যদিও উপর্যুক্ত তদন্ত কোনো বিচারালয়ের সম্মুখে অনুষ্ঠিত নাও হতে পারে।

উদাহরণ : 'ক' 'ঙ'কে বিচারের জন্য সোপর্দ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এক তদন্তে হলফপূর্বক এমন একটি বিবৃতি দান করে যা সে মিথ্যা বলে জানে। যেহেতু এই তদন্ত বিচারবিভাগীয় মামলার একটি পর্যায়বিশেষ, সেহেতু 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা ৩ : কোনো বিচারালয় কর্তৃক আইন মোতাবেক অনির্দিষ্ট এবং কোনো বিচারকের কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত যেকোনো তদন্ত বিচারবিভাগীয় মামলার একটি পর্যায়বিশেষ বলে গণ্য হবে, যদিও এই তদন্ত কোনো বিচারালয়ের সম্মুখে অনুষ্ঠিত নাও হতে পারে।

উদাহরণ : 'ক' ভূমির সীমানাসমূহ সরেজমিনে নির্ধারণার্থে কোনো বিচারালয় কর্তৃক প্রেরিত কোনো অফিসারের সম্মুখে কোনো এক তদন্তে হলফপূর্বক এমন একটি বিবৃতি দান করে যা সে মিথ্যা বলে জানে। যেহেতু এই তদন্ত বিচারবিভাগীয় মামলার একটি পর্যায়বিশেষ, সেহেতু 'ক' মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

মিথ্যা মামলার শাস্তি

দণ্ডবিধির ২০৯ ধারা (অসাধুভাবে আদালতে মিথ্যা দাবি উত্থাপন করা) অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধু উপায়ে অথবা কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধন বা তাকে বিরক্ত করার অভিপ্রায়ে কোনো বিচারালয়ে এমন কোনো দাবি উত্থাপন করে যা সে মিথ্যা বলে জানে এবং আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয় যে অভিযোগটি মিথ্যা, তবে অভিযোগকারী যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে। (Rahman, 2007,480)

দণ্ডবিধির ২১১ ধারা (ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ) অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি, অপর কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা বা অভিযোগের জন্য কোনো ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নেই জেনেও ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারী মামলা দায়ের করে বা করায়, অথবা কোনো অপরাধ সংঘটিত করেছে বলে মিথ্যাভাবে ওই ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে, তাহলে অভিযোগকারী ব্যক্তি যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে; এবং যদি অনুরূপ ফৌজদারী মামলা মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা সাত বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে, তাহলে যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, দণ্ডনীয় হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে (Rahman, 2007,485)।

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৫০ ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি নালিশ অথবা পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মামলা দায়ের করে এবং মামলার যেকোন পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট যদি অভিযুক্তকে বা অভিযুক্তদের এক বা একাধিক ব্যক্তিকে খালাস দেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি বুঝতে পারেন যে, অভিযোগগুলো মিথ্যা ও হয়রানি করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে পারেন, এই মর্মে যে তিনি কেন ক্ষতিপূরণ দেবেন না। এই ক্ষেত্রে অভিযোগকারী আদালতে উপস্থিত না থাকলে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীকে আদালতে হাজির হয়েকারণ দর্শানোর জন্য সমন জারি করতে পারেন।

উপধারা (২) অনুযায়ী, অভিযোগকারীর কারণ দর্শানোর পরও ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন আনীত অভিযোগগুলো মিথ্যা ও হয়রানি করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ ১০০০ হাজার টাকা জরিমানা বা তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হলে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা জরিমানা করতে পারবেন। জরিমানার অর্থ বিবাদীকে যথা সময়ে পরিশোধ করতে হবে, অনাদায়ে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নিযার্তন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী-২০০৩)-এর ১৭ ধারা অনুযায়ী (১) যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্যকোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নেই জেনেও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করে বা করায় তাহলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যে অভিযোগ দায়ের করিয়েছে সে-ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দনীয় হবে। (২) কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উপধারা (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারবে।

এছাড়া যদি রায় প্রদানের পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হয় এবং মামলা যদি মালামাল সম্পর্কিত হয় তাহলে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে এবং মামলা যদি মানবদেহ বা মানব প্রাণের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে হয় তবে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীকে অপরাধের ধরণ অনুযায়ী দিয়াত প্রদান করতে হবে (Rahman, 2007, 285) ।

প্রচলিত আইনে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বুঝতে পারা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে বা উদ্ভাবন করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেয়া যায় না। এমন অনেক ব্যক্তি আছে; যারা অসাবধানী কথাবার্তা বলে তাদের অসতর্ক উক্তি অপরাধযোগ্য শাস্তি নয়। এফিডেভিটে মিথ্যা সাক্ষ্য করলে তাও এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। (Rahman, 2007, 481) উল্লেখ্য যে, মিথ্যা সাক্ষ্য শুধু দিলেই অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না বরং তা ইচ্ছাকৃতবাবে হতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী অপরাধ নির্ধারণ হবে (Rahman, 2007, 482)।

এ সম্পর্কে প্রচলিত আইনে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা থাকা সত্ত্বেও উক্ত অপরাধ সম্পর্কে এমন কোনো তথ্য সরবরাহ করে যা সে মিথ্যা বলে জানে বা বিশ্বাস করে তাহলে সে ব্যক্তি ২ বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হতে পারে (Rahman, 2007, 203)।

উপসংহার

ইসলামী আইনে মিথ্যা একটি গুরুতর অপরাধ; পাপও বটে। এটি সকল পাপাচারের সূচনা ঘটায়। মিথ্যা অর্থ হল প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করে সত্য ঘটনাকে বিকৃত করে বলা। মিথ্যা বলা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। মিথ্যাবাদীকে কেউই পছন্দ করে না। তাছাড়া মিথ্যা দ্বারা মানুষ ভালো কিছু অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের যে পরিচয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো মিথ্যা না বলা। তাই যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারে তার দ্বারা যে কোনো অন্যায় কাজ করা সম্ভব হয়ে যায়। মিথ্যা মানুষকে পাপের পথে অগ্রসর করে, আর পাপের কারণে কিয়ামতের দিন মিথ্যাবাদীকে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করা হবে। তাই মিথ্যা মিথ্যা একটি ভয়ঙ্কর কবীরা গুনাহ। এর দ্বারা মানুষের সকল

আমল নষ্ট হয়ে যায়। আর আমল নষ্ট হওয়ার জন্য কিয়ামতে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তাই মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা বৈধ নয়। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই মিথ্যার প্রচলন রয়েছে, যা আমাদের ঈমান ও আমলে বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে। যেমন : ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মিথ্যাচার, মিথ্যা শপথ করে অন্যের হক আত্মসাৎ করা, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে মিথ্যা বলা, কোনো কথা শুনলে যাচাই না করে কথা বলাও মিথ্যা বলার নামান্তর। মিথ্যার কারণে মানুষের নেক আমলও কবুল হয় না যেমন সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন। এছাড়া উপহাসের ছলেও মিথ্যা বলা মারাত্মক গুনাহের কাজ। ক্ষেত্রবিশেষে যদিও মিথ্যা বলার অবকাশ ইসলাম দিয়েছে, কিন্তু সেটা খুবই সীমিত। ইসলামী আইনের পাশাপাশি প্রচলিত আইনেও মিথ্যার বিভিন্ন শাস্তির বিধান রয়েছে। মিথ্যার আশ্রয় নিলে মানবজীবনে যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই আমাদের সকলের উচিত, এই কবীরা গুনাহ থেকে সর্বদা বিরত থাকা।

Bibliography

Al-Qur'ān Al-Karīm.

Abū Dāūd, Sulaimān Ibn Al Ash-'ath Al-Sijistānī W.D. *As-Sunan*. Kolkata.

Al Baihaqī, Aḥmad Ibn Al Ḥusain Ibn 'Alī , 1994. *As-Sunan Al Kubrā.* Makka Al-Mukarrama : Maktaba Dār al Bāz.

Al Bukhārī, Abū 'Abd 'Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 1987. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ*. Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyya.

Al Jawziya, Ibn Al Qayyim, 1994. *Zādul Ma 'ād Fī Hadyi Khair Al 'Ibād.* Bairūt : Mu'Assasa Al Risāla.

Al-Kasānī, 'Ala' Al Dīn. *Badā'i 'e Al Ṣanā'i 'e.* 2003, Bairūt : Dār Al Kitāb Al 'Arabi.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā Ibn Sharaf Al-Nawawī . 1392. *Al-Minhāj Ṣarḥ Ṣaḥīḥ Muslim.* Bairūt: Dār Al Iḥyā At Turāth Al 'Arabī.

Ibn 'Abī Shiba, 'Abū Bakr Muḥammad Ibn 'Abd Allāh. *Al-Muṣannaf.* W.D., Bairūt : Dār Al Qubla.

Ibn Al Humām, Kamāl Al Dīn Muḥammad Ibn 'Abd Al Wāhid , 1988. *Fatḥ Al Qadīr.* Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyya.

Ibn Ḥajar, Shihāb Al Dīn ʿ Abu Al Faḍl Aḥmad Ibn Nūr Al Dīn ʿAlī Ibn Muḥammad Alʿ Asqalānī , 1379 H . *Fatḥ Al Bārī* . Bairūt : Dār Al Maʿ ārif .

Ibn Mājāh, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad Ibn Yazīd. *As-Sunan*. Bairūt: Dār Al Fikar .

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ʿAlī ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Ifrīḳī , W.D . *Lisān Al ʿArab.* Bairūt: Dār Al Kutub Al ʿIlmiyya

Mas ʿūd, Zubrān , *Al-Rāʾid Muʿjam Lughawi ʿAsri*. 2003. Bairūt : Dār Al `Ilm Lil Malāiyyīn.

Muslim, Abū Al Ḥusain Muslim Ibn Al Ḥajjāj Al Qushairī Al Naisābūrī, 2010. *Al-Ṣaḥīḥ*. Beirūt: Dār Al-Maʿ rifa.

Rahman, Shamsur . 1889. *Dondobidhir Bhassho.* Dhaka : Khoshroj Kitab Mahal.

Rahman, Shamsur Rahman. 1889. Dondobidhir Bhassho. Dhaka : Khoshroj Kitab Mahal.

Rāshid, ʿAlī . *Mūjaz Al Qānūn Al Jināya.* W.D., Jordan : Shabaka al Kānūnī.

Ṭabarī, Abū Jaʿ far Muḥammad Ibn Jarīr. 2000. *Jāmiʿ Al Bayān Fī Taʾbīlil Qurʾān* **.** Bairūt: Muaʾssasa Al Risāla.

Ṭabrānī, Abū ʾAl-Qāsim Sulaimān Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb Ibn Muṭayyir,1983. *Al-Muʿ zam Al Kabīr*. Mawṣil:Maktab Al ʿUlūm Wa Al Ḥikam.

Tirmīdhī, Abū ʿĪsā Muḥammad Ibn ʿĪsā**.** W.D. *As-Sunan.* Bairūt : Dār Iʾḥyā At Turāth Al ʿArabi.